প্রথম আলো

তারিখ 24 JAN 2014
পৃষ্ঠা 12 কলাম 2

বেসরকারি মেডিকেল কলেজ

অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিন

বেসরকারি মেডিকেল কলেজের অনুমোদন পাওয়া থেকে ভর্তি-প্রক্রিয়া—সব ক্ষেত্রে যে বড় রকমের অনিয়ম ও দুর্নীতি চলে আসছে, তা কারও অজানা ছিল না। এ ব্যাপারে বিভিন্ন মহলে সমালোচনা এবং গণমাধ্যমে ধারাবাহিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হলেও এত দিন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো রহস্যজনকভাবে নীরব ছিল।

বিলম্বে হলেও স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয় ৮৭টি বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ নিয়ে তদন্তের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তা সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য। একই সঙ্গে মন্ত্রণালয় নানা অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সদ্য অনুমোদন পাওয়া ১২টি মেডিকেল কলেজের অনুমোদন স্থগিত রেখেছে। তবে মন্ত্রণালয়ের এসব সিদ্ধান্ত আদৌ সুফল দেবে কি না, তা নির্ভর করছে, তদন্ত কমিটিতে কারা থাকবে, কতটা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে এবং সেই তদন্তের ভিত্তিতে সরকার কী ব্যবস্থা নেয়, তার ওপর।

বাংলাদেশে সরকারি পর্যায়ে তদন্ত কমিটি নিয়ে আশাবাদী হওয়ার কিছু নেই। অনেক সময়ই সত্য আড়াল কিংবা জনগণের ক্ষোভ প্রশমনের জন্য এ ধরনের তদন্ত কমিটি করা হয়। পরে আর সেসবের খবর থাকে না। বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজগুলোর ক্ষেত্রে তা হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

শিক্ষার্থীদের ভর্তির জন্য যে স্কোর নির্ধারিত আছে, তা কমানোর দাবি জানিয়ে আসছিল সদ্য অনুমোদন পাওয়া কয়েকটি মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ। কারও কারও বক্তব্য ছিল মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষা দিলেই তাঁকে ভর্তির উপযুক্ত বিবেচনা করতে হবে। অদ্ভুত আবদার বটে। তারা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে উচ্চহারে ভর্তি ও মাসিক ফি নিলেও মেডিকেল শিক্ষার জন্য অবশ্য শর্তগুলো পূরণ করছে না।

যেকোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষাদানই প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। কিন্তু অধিকাংশ বেসরকারি মেডিকেল কলেজের উদ্যোক্তারা শিক্ষাদানের চেয়ে অর্থ উপার্জনই মোক্ষ ধরে নিয়েছেন। চিকিৎসাবিদ্যার মতো একটি অতি স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে এই ছিনিমিনি খেলা চলতে পারে না। বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সরকার যে নীতিমালা বেঁধে দিয়েছে, সেগুলো কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। যারা এর ব্যত্যয় ঘটাবে, তাদের অবশ্যই জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে।